# Notes on

## রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত - ব্রিটিশ ভারতের জমি রাজস্ব ব্যাবস্থা

# রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত - ব্রিটিশ ভারতের জমি রাজস্ব ব্যাবস্থা

**রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত কি?**

রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত হলো ব্রিটিশ ভারতের এক ধরনের জমি রাজস্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার জমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সরাসরি কৃষকদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং এর ফলে কৃষকরা আরো বেশি জমি কেনার জন্য সমর্থ হতো ।

- রায়ত কথার অর্থ হল ভূমি কৃষক।
- কৃষকদের কাছ থেকে এইভাবে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাটি স্যার টমাস মুনরো 1820 সালে প্রথম শুরু করেন।
- ব্রিটিশ ভারতের প্রায় অর্ধেকের বেশি চাষীদের তিনি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কর দিতে বাধ্য করেছিলেন।
- মাদ্রাজ, বোম্বে, আসাম এবং কুর্গ প্রদেশের ভূ-চাষীদের তিনি এই ব্যবস্থায় মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থার মধ্যে চাষিরা হল জমির আসল মালিক অর্থাৎ তাদের জমির উপর একমাত্র তাদেরই সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
- জমির সম্পূর্ণ মালিক হওয়ার দরুন জমির সমস্ত সত্তা কৃষকদের ওপর এই ন্যস্ত থাকতো। জমি কেনাবেচা, মরগেজ নেওয়া এমনকি জমি কাউকে উপহার দেয়ার অধিকার কৃষকদের ছিল।
- টমাস মুনরোর এই সিস্টেমে জমির সমস্ত কর কৃষকরা সরাসরি সরকারকে দিত। বিভিন্ন ধরনের জমির জন্য করের হার নির্দিষ্ট ছিল যেমন শুষ্ক জমি হলে 50%, সিক্ত জমি হলে আরো 10 শতাংশ বেশি অর্থাৎ 60%, ইত্যাদি।
- এই করের হার অস্থায়ী ছিল, অর্থাৎ জমির উপর করের হার সময়ের সাথে সাথে বদলাতো। তবে সাধারণভাবে সময়ের সাথে সাথে ইহা বৃদ্ধিই পেত।

- করের হারের এই অস্থিরতার জন্য যদি কোনো চাষী সঠিক সময়ে ট্যাক্স দিতে ব্যর্থ হত তবে তাকে জমির মালিকানা থেকে উৎখাত করে দেয়া হতো। এই ব্যবস্থায় জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীদের কোন স্থান ছিল না।
- কৃষকদের উচ্চ কর দিতে হতো এবং এই কর শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়েই দিতে হতো, অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো না। এর ফলে অন্য একটি সমস্যার সম্মুখীন কৃষকদের হতে হয়েছিল যা হলো, বিনিয়োগকারী, যারা মূলত উচ্চ সুদের হারে কৃষকদের অর্থ ধার দিতো।

**রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত WBCS [মনে রাখার মতো বিষয়গুলো]**

| রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত WBCS নোট | |
|---|---|
| একে বলা হয় | মুনরো সিস্টেম |
| চালু করেছিলেন | স্যার টমাস মুনরো |
| রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্য | ব্রিটিশ সরকারের এই কর ব্যাবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ করা হয় এবং সরকার সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি কর আদায় করত। |

**মাদ্রাসে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত**

- স্যার টমাস মুনরো 1820 সালে মাদ্রাসের গভর্নর থাকা অবস্থায় প্রথম এই রায়তওয়ারি ব্যবস্থা শুরু করেন।

- ব্রিটিশ সরকার মনে করত যে যদি এই মধ্যস্বত্বভোগী না থাকে তাহলে তারা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে কর আদায় করতে সমর্থ হবেন। তাই এই ধরনের ব্যবস্থা টমাস মুনরো নিয়ে এসেছিলেন।
- তার সাথে মাদ্রাজ সরকার অনেকদিন ধরেই রাজস্ব সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয়ে গেছিল, তাই এই ধরনের কর ব্যবস্থা নিয়ে আসা হয়েছিল।
- যদিও মাদ্রাস সরকার যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই ব্যবস্থার আর্জি জানায় তখন এটি বাতিল হয়ে গেছিল। তাই একটি অস্থায়ী রায়তওয়ারি ব্যবস্থার চালু করা হয়।

**বোম্বেতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত**

- বোম্বের রায়তওয়ারি ব্যবস্থা মূলত গুজরাট প্রদেশের প্রথম চালু হয়।
- বোম্বেতে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার শুরু হওয়ার আগে সরকার দেশিয়া নামক গ্রাম প্রধান দের কাছ থেকে কর আদায় করত।
- যদিও সংগৃহীত কর যথেষ্ট ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে এই রায়তওয়ারি ব্যবস্থা নিয়ে আসে।
- 1818 সালে পেশোয়া কে বোম্বে প্রেসিডেন্সির মধ্যে নিয়ে আসার পরেই রায়তওয়ারি ব্যবস্থার চালু হয়।
- এখানে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা মূলত মুনরো এবং এলফিনস্টনদের অনুষদের অধীনে ছিল।

**রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের বেশ কিছু সমস্যা**

- রায়তওয়ারি ব্যবস্থার মূলত বেশকিছু সহকারী রাজস্ব আদায়কারি অফিসারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, তাই অনেক সময় এগুলির অপব্যবহার হতো, কারণতারা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।
- বর্ধিত কর কৃষকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলস্বরূপ অনেক সময় কৃষকদের তাদের জমি মর্টগেজ রাখতে হতো।

- সঠিক সময়ে সুদ দিতে ব্যর্থ হলে, অনেক সময় এ বিনিয়োগকারী এবং মহাজনরা কৃষকদের শোষন করতো।

**রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের বেশকিছু ব্যর্থতা**

- এই ব্যবস্থায় সংগৃহীত করের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি যেটি এই ব্যবস্থার সবথেকে বড় ব্যর্থতা।
- কোন জমির জন্য যে পরিমাণ কর ধার্য করা হতো তা মূলত জমির উৎপাদনের থেকে অনেক বেশি ছিল।
- কর সংগ্রহের পন্থা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। যদি কৃষকরা কর দিতে ব্যর্থ হয় সে ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার তাদের উপর অত্যাচার চালাত।
- অন্য একটি বড় ব্যর্থতা হল সরকারি অফিসার যারা এই কর সংগ্রহ করত তারা অনেক সময় ঘুষ নিতো।